Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশে ওয়ালীউল্লাহ্ চর্চা

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ জীনাত আলী
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.5
Pages	86-107
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশে ওয়ালীউল্লাহ্-চর্চা

মোহাম্মদ জীনাত আলী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনার পরিমাণ স্বল্প, নির্বাচিত কিন্তু আপন স্বাতন্ত্র্যে ও মৌলিকত্বে চিহ্নিত। ওয়ালীউল্লাহ্র রচনা-সম্ভারের মধ্যে আছে তিনটি উপন্যাস : 'লাল সালু' (১৯৪৮), 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮); দুটি ছোটগল্প সংকলন : 'নয়ন চারা' (১৯৪৫) ও 'দুই তীর' (১৯৬৪) এবং তিনটি নাটক : 'বহিপীর' (১৯৬০) 'তরঙ্গভঙ্গ' (১৯৬৪) ও 'সুড়ঙ্গ' (১৯৬৪)। 'সমকালে' প্রকাশিত[১] 'উজানে মৃত্যু' নামে তাঁর একটি নাটক এখনো গ্রন্থবদ্ধ হয়নি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ওয়ালীউল্লাহ্র গল্পগুলি সংকলিত হলেও খুব সহজে দুটি বই হয়। আন্তর্জাতিক সাহিত্য ও শিল্প-আন্দোলন সম্পর্কে আত্যন্তিক সচেতনতা অথচ দেশের মানুষ ও মাটির মৃত্তিকামূলে আশ্রয় প্রার্থনা, রচনার আঙ্গিকবৈচিত্র্য ও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব সৃষ্টি ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভার মূল ও মর্ম-কথা। এবং এই মানস-উৎকর্ষের কারণেই বাংলাদেশের নির্বিশেষ পাঠকসমাজে তিনি পরিচিত নন। তাঁর আবেদন এখনো সচেতন চিন্তাশীল ও ভাবুক পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ওয়ালীউল্লাহ্-সম্পর্কিত আলোচনা, বিশেষকরে তাঁর সম্পর্কে একান্ত বিবেচনা তাই এখনো বিপুল নয়; তাঁর সৃষ্টিকর্মের মতোই কররেখায় সীমাবদ্ধ। তবে কখনো ভিন্নতর প্রসঙ্গে, কখনো অনুষঙ্গী লেখক হিসেবে, কখনো সমকালীন অন্যান্য কথা-কোবিদের সঙ্গে প্রতিতুলনায়, আবার কখনো ঐতিহাসিক ধারার অনিবার্য লেখকরূপে তিনি বারবার অলোচিত হয়েছেন। বিভিন্ন সমালোচক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্মের অপূর্বত্ব বিবেচনার চেষ্টা করেছেন।

ওয়ালীউল্লাহ্-সম্পর্কিত গ্রন্থ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রথম কৃতিত্ব সৈয়দ আবুল মকসুদের। তাঁর 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্য'[২]-ই ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক আদি গ্রন্থ। গ্রন্থটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয় ওয়ালীউল্লাহ্র জীবন ও সাহিত্যকর্ম। এ-বিভাগের আবার পাঁচটি উপবিভাগ : 'জীবন', 'ছোটোগল্প', 'উপন্যাস', 'নাটক' ও 'বিবিধপ্রসঙ্গ'। 'পরিশিষ্ট' বাদে আরো পাঁচটি উপবিভাগ নিয়ে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় বিভাগ, যেখানে ওয়ালীউল্লাহ্র পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ গ্রন্থাকারে অসংবদ্ধ দুটি কবিতা ('প্রকল্প' ও 'তুমি'), একটি প্রবন্ধ ('এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এক্জিবিশন'), তেরটি ছোট-গল্প ('চিরন্তন পৃথিবী,' 'ঝোড়ো সন্ধ্যা', 'সাত বোন পারুল,' 'দ্বীপ', 'হোমেরা' 'স্থাবর', 'ও আর তারা', 'স্বপ্ন নেবে এসেছিলো', 'সবুজ মাঠ', 'স্বগত', 'মৃত্যু', 'স্বপ্নের অধ্যায়' ও 'নানির বাড়ির কেল্লা') এবং ঔপন্যাসিক কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে লেখা পাঁচটি, সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিনকে লেখা চারটি, কবি কায়সুল হককে লেখা দুটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের প্রয়াত প্রফেসর ডক্টর এ. কে. নাজমুল করিমকে লেখা একটি, কবি আবুল হোসেনকে লেখা দুটি, ওয়ালীউল্লাহ্-ভগ্নী (বৈমাত্রেয়) বেগম আমেনা আমান-উজ-জামানকে লেখা একটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক মাহমুদ শাহ্

কোরেশীকে লেখা একটি এবং ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানকে লেখা দুটি পত্র সংকলিত হয়েছে। লেখক এ-অংশের নাম দিয়েছেন 'অগ্রন্থিতা'।

প্রথম ভাগের এবং গ্রন্থটির সবচেয়ে উজ্জ্বল এলাকা 'জীবন' অংশ। সংক্ষিপ্ত হলেও দীর্ঘ পরিশ্রম ও একান্ত প্রযত্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী রচনা করে আবুল মকসুদ হয়েছেন আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান ও জন্মসাল সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইতিহাস ও ইতিহাসধর্মী গ্রন্থসমূহে পরস্পরবিরোধী তথ্য বর্তমান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতি প্রণীত 'গল্প সংকলনে'র[৩] 'লেখক পরিচিতি' অংশে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্ম চট্টগ্রামে এবং জন্ম-তারিখ ১৫ আগস্ট ১৯২২ দেখানো হয়েছে। 'আমাদের লেখক : প্রাসঙ্গিক তথ্যা-বলী'তে[৪] আবার নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম উভয় জায়গাকেই উল্লেখ করা হয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান-রূপে। এ-গ্রন্থে পরিবেশিত জন্ম-তারিখও সম্পূর্ণ নতুন এবং তা ৫ আগস্ট ১৯২২। 'বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি'তে[৫] এ-তথ্যই গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবুল মকসুদ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বহস্তে প্রস্তুত জীবনপঞ্জি উদ্ধার করে আমাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান 'চট্টগ্রাম শহরতলীর ষোলশহর' এবং জন্ম তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২২--এ-তথ্য গ্রহণ করতে এখন আর আমাদের কোনোরকম দ্বিধা কিংবা মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। অবশ্য সৈয়দ আবুল মকসুদ জীবনপঞ্জিটির উল্লেখ করেছেন মাত্র, গ্রন্থে ব্যবহার করেননি। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে জীবনবৃত্তান্তটি ব্যবহৃত হলে তাঁর পরিবেশিত তথ্য আরো স্ফটিকসংহত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতো।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'ওয়ালীউল্লাহ্'-র বানান বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। আমাদের লেখকগণ যে কত বিচিত্রভাবে 'ওয়ালীউল্লাহ্' শব্দটি লিখেছেন তা নিচের তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে খুব সহজেই অনুমিত হয়। তৃতীয় বন্ধনীতে রচনাকাল নির্দেশিত হলো :

[১৯৬৮] মুহম্মদ আবদুল হাই[৬]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লা
[১৯৫৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীন[৭]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্
[১৯৫৬] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান[৮]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
[১৯৬৫] মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্[৯]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
[১৯৭২] নীলিমা ইব্রাহিম[১০]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৩] হাসান হাফিজুর রহমান[১১]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৩] (সৈয়দ) আকরম হোসেন[১২]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৪] মনসুর মুসা[১৩]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লা/ওয়ালীউল্লাহ
[১৯৭৫] আতোয়ার রহমান[১৪]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
[১৯৮১] হাসান আজিজুল হক[১৫]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

এখানেও আবুল মকসুদ প্রশংসাভাজন। নিজস্ব স্বাক্ষর-সম্বলিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র আলোক-চিত্রের অনুলিপি ব্যবহার করে তিনি আমাদের সঠিক **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্**কে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দেশের চেয়ে বিদেশে, প্রবাসে জীবনের অধিক কাল কাটিয়েছেন; চাকরিসূত্রে বাস করেছেন এশিয়া ও ইউরোপের সেই সব শহরে যেখানে আধুনিক ধনবাদী সভ্যতা তার 'নখ-দন্ত'-সহ চরমভাবে বিকশিত হয়েছে। এমন একজন আন্তর্জাতিক

মানুষের জীবনী প্রণয়ন তাই সহজ নয়, অত্যন্ত শ্রমশীল ও ধৈর্যপূর্ণ কর্ম এবং এর জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একাগ্র অভিনিবেশ ও পরম অধ্যাবসয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্বীকৃত গবেষকেরা যখন একাজে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত, আবুল মকসুদ তখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সেই জটিল ও শ্রমসাধ্য কার্যটি সম্পাদন করেছেন। তাঁর এ-প্রচেষ্টা যুগপৎ শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয়। পেশাগত ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেও যে, মানুষের পক্ষে কোনো মহৎ ও সৃষ্টিশীল কাজ সম্ভব আবুল মকসুদের গ্রন্থটি তারও প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত এবং তা অনিবার্যভাবেই ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক প্রমাণ্য গ্রন্থ।[১৬] প্রথম গ্রন্থ প্রণেতারূপে ঐতিহাসিকভাবেই শুধু তিনি স্মরণীয় নন বাংলাদেশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-চর্চার পথিকৃতের স্থানও আবুল মকসুদের জন্যে সুনির্দিষ্ট।

দীর্ঘ শ্রমে বিস্তর তথ্য আবুল মকসুদ সংগ্রহ ও গ্রন্থসন্নিবেশিত করেছেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন সাহিত্য আলোচনার। কিন্তু তথ্য-উপস্থাপনই জীবনী নয় আবার ব্যক্তিক উপলব্ধির, অনুভবের একান্ত ও মনোময় বর্ণনাও সাহিত্য নয়। একটি আদর্শ জীবনী রচনার জন্যে যেমন প্রয়োজন গবেষকসুলভ নিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা, দক্ষতা ও তথ্যবিন্যাসকৌশল-সম্পর্কিত জ্ঞান, তেমনি সাহিত্য-সমালোচনার জন্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা আবশ্যক। সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহিত্য-আলোচক হলেও গবেষক নন। ফলে তাঁর গ্রন্থটি তথ্যের বিন্যাস ও ব্যবহার-দুর্বলতার কারণে দোষমুক্ত এবং সুলিখিত নয়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ জানিয়েছেন যে, ১৯৪৬ সালের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর 'অখণ্ড বাংলা' গঠন পরিকল্পনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি বিবৃতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য পরবর্তীকালে প্রকাশিত সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের স্মৃতিকথায় সমর্থন পায়নি।[১৭] নাজমুদ্দীন হাশেমের মতে ওয়ালীউল্লাহ্র এ-সময়-কার রাজনৈতিক মানস-চাঞ্চল্য কেবলই একটি জনসভা পর্যন্ত গড়িয়ে শমিত হয়। আবুল মকসুদ অবশ্য বিবৃতি ব্যবহার করলে কিংবা বিবৃতিটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার নাম-সংখ্যা উল্লেখ করলে অথবা তাঁর এ-তথ্যের উৎস সম্পর্কে আমাদের আলোকিত হয়ে ওঠার সুযোগ দিলে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে তথ্যটির প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতাম।

একই অভিযোগ করা চলে যখন আবুল মকসুদ বলেন "ছাত্রজীবনে ওয়ালীউল্লাহ্ 'প্রগতি লেখক গোষ্ঠী'র অন্যতম সদস্য ছিলেন" তখনো। কেননা এর উৎসও লেখক আমাদের জানতে দেননি। আবার আনিসুজ্জামান[১৮], সৈয়দ আকরম হোসেন,[১৯] সাঈদ-উর রহমান[২০] প্রমুখের 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সংঘ' ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনাতে আমরা ওয়ালীউল্লাহ্র কোনোরূপ উল্লেখই পাই না।

কোনো ব্যক্তির সাহিত্য-আলোচনায় জীবন তখনই পরম্পরিত হয় যখন ঐ ব্যক্তির জীবন স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত করা হয় না। আবুল মকসুদ তাঁর গ্রন্থে এই সাধারণ নিয়মটি অনুসরণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ ৬২ পৃষ্ঠার ওয়ালীউল্লাহ্র ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক আচরণের কথা উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘ ৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পৃথকভাবে জীবনী রচনার পরও ছোটগল্প আলোচনায় জীবনকাহিনী বিবৃতিই যদি অনিবার্য হয় তবে আলাদা জীবনী রচনার আর কোনো সার্থকতা থাকে না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র সাহিত্যকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল মকসুদের কতিপয় উক্তির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; যেমন:

মানুষের জীবনী প্রণয়ন তাই সহজ নয়, অত্যন্ত শ্রমশীল ও ধৈর্যপূর্ণ কর্ম এবং এর জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন একাগ্র অভিনিবেশ ও পরম অধ্যাবসয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও স্বীকৃত গবেষকেরা যখন একাজে পৌনঃপুনিকভাবে ব্যর্থ ও ক্লান্ত, আবুল মকসুদ তখন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সেই জটিল ও শ্রমসাধ্য কার্যটি সম্পাদন করেছেন। তাঁর এ-প্রচেষ্টা যুগপৎ শ্রদ্ধেয় ও অনুসরণীয়। পেশাগত ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেও যে, মানুষের পক্ষে কোনো মহৎ ও সৃষ্টিশীল কাজ সম্ভব আবুল মকসুদের গ্রন্থটি তারও প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত এবং তা অনিবার্যভাবেই ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক প্রমাণ্য গ্রন্থ।[১৬] প্রথম গ্রন্থ প্রণেতারূপে ঐতিহাসিকভাবেই শুধু তিনি স্মরণীয় নন বাংলাদেশে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-চর্চার পথিকৃতের স্থানও আবুল মকসুদের জন্যে সুনির্দিষ্ট।

দীর্ঘ শ্রমে বিস্তর তথ্য আবুল মকসুদ সংগ্রহ ও গ্রন্থসন্নিবেশিত করেছেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন সাহিত্য আলোচনার। কিন্তু তথ্য-উপস্থাপনই জীবনী নয় আবার ব্যক্তিক উপলব্ধির, অনুভবের একান্ত ও মনোময় বর্ণনাও সাহিত্য নয়। একটি আদর্শ জীবনী রচনার জন্যে যেমন প্রয়োজন গবেষকসুলভ নিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা, দক্ষতা ও তথ্যবিন্যাসকৌশল-সম্পর্কিত জ্ঞান, তেমনি সাহিত্য-সমালোচনার জন্যে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যবিচার-পদ্ধতি ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা আবশ্যক। সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহিত্য-আলোচক হলেও গবেষক নন। ফলে তাঁর গ্রন্থটি তথ্যের বিন্যাস ও ব্যবহার-দুর্বলতার কারণে দোষমুক্ত এবং সুলিখিত নয়।

সৈয়দ আবুল মকসুদ জানিয়েছেন যে, ১৯৪৬ সালের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎচন্দ্র বসুর 'অখণ্ড বাংলা' গঠন পরিকল্পনা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একটি বিবৃতির মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু এ-তথ্য পরবর্তীকালে প্রকাশিত সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেমের স্মৃতিকথায় সমর্থন পায়নি।[১৭] নাজমুদ্দীন হাশেমের মতে ওয়ালীউল্লাহ্‌র এ-সময়-কার রাজনৈতিক মানস-চাঞ্চল্য কেবলই একটি জনসভা পর্যন্ত গড়িয়ে শমিত হয়। আবুল মকসুদ অবশ্য বিবৃতি ব্যবহার করলে কিংবা বিবৃতিটি কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে তার নাম-সংখ্যা উল্লেখ করলে অথবা তাঁর এ-তথ্যের উৎস সম্পর্কে আমাদের আলোকিত হয়ে ওঠার সুযোগ দিলে আমরা প্রশ্নবিদ্ধ না হয়ে তথ্যটির প্রতি নিঃশর্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতাম।

একই অভিযোগ করা চলে যখন আবুল মকসুদ বলেন ''ছাত্রজীবনে ওয়ালীউল্লাহ্ 'প্রগতি লেখক গোষ্ঠী'র অন্যতম সদস্য ছিলেন'' তখনো। কেননা এর উৎসও লেখক আমাদের জানতে দেননি। আবার আনিসুজ্জামান[১৮], সৈয়দ আকরম হোসেন,[১৯] সাঈদ-উর রহমান[২০] প্রমুখের 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সংঘ' ও তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আলোচনাতে আমরা ওয়ালীউল্লাহ্‌র কোনোরূপ উল্লেখই পাই না।

কোনো ব্যক্তির সাহিত্য-আলোচনায় জীবন তখনই পরস্পরিত হয় যখন ঐ ব্যক্তির জীবন স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত করা হয় না। আবুল মকসুদ তাঁর গ্রন্থে এই সাধারণ নিয়মটি অনুসরণ করেননি। উদাহরণস্বরূপ ৬২ পৃষ্ঠার ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছাত্রজীবনের রাজনৈতিক আচরণের কথা উল্লেখ করা যায়। দীর্ঘ ৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পৃথকভাবে জীবনী রচনার পরও ছোটগল্প আলোচনায় জীবনকাহিনী বিবৃতিই যদি অনিবার্য হয় তবে আলাদা জীবনী রচনার আর কোনো সার্থকতা থাকে না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল মকসুদের কতিপয় উক্তির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; যেমন:

কোরেশীকে লেখা একটি এবং ঔপন্যাসিক শওকত ওসমানকে লেখা দুটি পত্র সংকলিত হয়েছে। লেখক এ-অংশের নাম দিয়েছেন 'অগ্রন্থিতা'।

প্রথম ভাগের এবং গ্রন্থটির সবচেয়ে উজ্জ্বল এলাকা 'জীবন' অংশ। সংক্ষিপ্ত হলেও দীর্ঘ পরিশ্রম ও একান্ত প্রযত্নে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনী রচনা করে আবুল মকসুদ হয়েছেন আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান ও জন্মসাল সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইতিহাস ও ইতিহাসধর্মী গ্রন্থসমূহে পরস্পরবিরোধী তথ্য বর্তমান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতি প্রণীত 'গল্প সংকলনে'র[৩] 'লেখক পরিচিতি' অংশে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্ম চট্টগ্রামে এবং জন্ম-তারিখ ১৫ আগস্ট ১৯২২ দেখানো হয়েছে। 'আমাদের লেখক : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী'তে[৪] আবার নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম উভয় জায়গাকেই উল্লেখ করা হয়েছে ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান-রূপে। এ-গ্রন্থে পরিবেশিত জন্ম-তারিখও সম্পূর্ণ নতুন এবং তা ৫ আগস্ট ১৯২২। 'বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি'তে[৫] এ-তথ্যই গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আবুল মকসুদ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বহস্তে প্রস্তুত জীবনপঞ্জি উদ্ধার করে আমাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মস্থান 'চট্টগ্রাম শহরতলীর ষোলশহর' এবং জন্ম তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২২--এ-তথ্য গ্রহণ করতে এখন আর আমাদের কোনোরকম দ্বিধা কিংবা মতপার্থক্যের অবকাশ নেই। অবশ্য সৈয়দ আবুল মকসুদ জীবনপঞ্জিটির উল্লেখ করেছেন মাত্র, গ্রন্থে ব্যবহার করেননি। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে জীবনবৃত্তান্তটি ব্যবহৃত হলে তাঁর পরিবেশিত তথ্য আরো স্ফটিকসংহত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতো।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'ওয়ালীউল্লাহ্'-র বানান বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। আমাদের লেখকগণ যে কত বিচিত্রভাবে 'ওয়ালীউল্লাহ্' শব্দটি লিখেছেন তা নিচের তালিকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে খুব সহজেই অনুমিত হয়। তৃতীয় বন্ধনীতে রচনাকাল নির্দেশিত হলো :

[১৯৬৮] মুহম্মদ আবদুল হাই[৬]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লা
[১৯৫৯] আবুল কালাম শামসুদ্দীন[৭]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্
[১৯৫৬] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান[৮]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
[১৯৬৫] মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্[৯]	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
[১৯৭২] নীলিমা ইব্রাহিম[১০]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৩] হাসান হাফিজুর রহমান[১১]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৩] (সৈয়দ) আকরম হোসেন[১২]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্
[১৯৭৪] মনসুর মুসা[১৩]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লা/ওয়ালীউল্লাহ
[১৯৭৫] আতোয়ার রহমান[১৪]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ
[১৯৮১] হাসান আজিজুল হক[১৫]	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

এখানেও আবুল মকসুদ প্রশংসাভাজন। নিজস্ব স্বাক্ষর-সম্বলিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র আলোকচিত্রের অনুলিপি ব্যবহার করে তিনি আমাদের সঠিক **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্**কে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দেশের চেয়ে বিদেশে, প্রবাসে জীবনের অধিক কাল কাটিয়েছেন; চাকরিসূত্রে বাস করেছেন এশিয়া ও ইউরোপের সেই সব শহরে যেখানে আধুনিক ধনবাদী সভ্যতা তার 'নখ-দন্ত'-সহ চরমভাবে বিকশিত হয়েছে। এমন একজন আন্তর্জাতিক

১ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তেমনি শিল্পেও ওয়ালীউল্লাহ্ পরিহার করেছেন যে-কোনো-রকম তারল্য ও লঘুতাকে। তাঁর কোনো গল্পেই মানবজীবনের তরল বিষয়-আশয় প্রশ্রয় পায় নি। যে-জন্য প্রতিটি গল্পই দুঃখ বিষাদ বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত অথবা সমাপ্ত হয়েছে নির্মম ভাবে। (পৃ. ৬২)

২ 'দুই তীর' ওয়ালীউল্লাহ্র একটি দীর্ঘ গল্প শুধু আকৃতিতেই নয় এর প্রকৃতিও অনেকটা বড় গল্পের। (পৃ. ৬৮)

৩ 'পাগ্‌ড়ি' গল্পটি বাঙালী মুসলমানের সামন্ত-বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র বহন করে। ...এক সময় মুসলমান বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী সমাজের অন্যতম ব্যাধি ছিল বহুবিবাহ। (পৃ. ৭০)

৪ 'লালসালু' উপস্থাপনার সংগেও আর কোনো সমসাময়িক উপন্যাসের সামঞ্জস্য নেই। এর সূচনা ও শেষ এক ধরনের নাটকীয়তায়, এর ইংগিতময়তাও তৎকালীন আর-কোনো উপন্যাসে দেখা যায় না। (পৃ. ৯৪)

জীবন জীবনই তা সরলও নয় লঘুও নয়, বরং ভাল-মন্দ মিশ্রিত সমগ্র এবং এই পূর্ণায়ত জীবনই সাহিত্যে অন্বিষ্ট। বাংলা সাহিত্যে এমন এক সময় ছিল যখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আদর্শায়িত ও ঋষিকল্প সংযমী জীবন সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছিল। অতঃপর রবীন্দ্র-প্রতিভার রোম্যান্টিক অভীপ্সা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন অভিধায় জীবন নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন 'কল্লোল' (১৯২৩) 'কালি-কলম' (১৯২৬) গোষ্ঠী। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সার্থকও হয়েছিল। 'পঙ্ক-তিলক' (১৯১৯) কিংবা 'পাঁকে'র (১৯২৬) মতো অনেক উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে কালান্তরে বিবেচিত। সাহিত্য-বিশ্লেষণে তাই লঘু-গুরুর বিভেদ না করে লেখক তাঁর সৃষ্টিতে কোন জীবনকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন এবং তাঁর সেই অভিপ্রেত জীবন কতখানি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে সে-বিবেচনাই লক্ষ্য হওয়া উচিত; আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভার সত্যার্থ রূপকার্থ ও মর্মার্থ অন্বেষণ 'কল্লোলে'র উত্তরসূরি হিসেবেই হওয়া বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ, আয়তনিক দৈর্ঘ্য কোনো রচনার শৈল্পিক প্রজাতি নির্দেশ করে না, রচনার পরিণামী রসনিষ্পত্তিই এর একমাত্র তুলাদণ্ড। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়ে'র কলেবর উপন্যাসোপম হয়েও তা ছোটগল্প। আবার সীমিত পরিসরের 'দি ওল্ড ম্যান এন্ড দি সি' (১৯৫২) উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র 'দুই তীর' তাই বড় গল্প নয়, তা একান্তভাবেই ছোটগল্প, যদিও এর কায়াবিস্তৃতি অন্যান্য গল্পের তুলনায় একটু দীর্ঘ।

তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশের বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ এখনো বিতর্কিত। বাংলাদেশের বিস্তৃত গ্রামীণ সমাজ এখনো সামন্তশাসিতই বলা যায়। আমাদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে তাই বুর্জোয়া, প্রেটিবুর্জোয়া কিংবা মুৎসুদ্দি শ্রেণীচরিত্র-ভিত্তিক বিভাগ মনে হয় সঙ্গত নয়; আর বহুবিবাহ সংকট একান্তভাবেই ধনিক ও উচ্চবিত্তের সমস্যা নয়, তা নিম্নবিত্তের অশিক্ষিত সমাজেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কেননা 'ধনিক ও শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী ধন ও বিদ্যাজাত লাম্পট্য'-এর সুযোগ-অন্বেষী এবং সে-সুযোগ শিকারেই তারা অধিক উৎসাহী ও স্বচ্ছন্দ। তাই "'পাগ্‌ড়ি' গল্পটি বাঙালী মুসলমানদের সামন্ত-বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র"—এ-ধরনের মন্তব্য বাংলাদেশী সমাজের স্তরবিভাগপ্রাজ্ঞ মেধা-উৎসারিত নয়, একেবারেই সত্যান্ধ রাজনৈতিক শ্লোগানের মতো সরলায়িত।

চতুর্থতঃ, কোনো মৌলিক রচনা তার অন্তঃস্থ মৌল বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মৌলিক। সে ক্ষেত্রে একটি উপন্যাস বা গল্পের সঙ্গে অনুরূপ কোনো প্রকাশমাধ্যমের সামঞ্জস্য, স্বাধর্ম্য থাকলে তা নিশ্চিতভাবেই আর মৌলিক বা স্বতন্ত্র থাকে না। সে রচনা তখন হয়ে ওঠে স্রষ্টার আন্তরিক অনুকৃতির ফসল এবং তা যতই অনির্বচনীয় হোক না কেন। ''লালসালু'র উপস্থাপনার সঙ্গে আর কোনো সমসাময়িক উপন্যাসের সামঞ্জস্য নেই—''এরূপ অভিমতও তাই কেবলই ভাবাবেগ-আবিষ্ট, অনাক্রম্য কোনো যুক্তির বুনিয়াদে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। মৌলিকত্ব বিচারে নাটকীয় সূচনা ও পরিসমাপ্তি অথবা আভ্যন্তর 'ইংগিতময়তা'-কে শীর্ষজ্ঞান না করে সাহিত্যমীমাংসায় স্রষ্টার বেদনাময় চৈতন্যের স্বরূপ; তাঁর সৃষ্ট জীবনের শৈল্পিকসিদ্ধি বিশ্লেষণ প্রাধান্য পাওয়াই অধিকতর নিরাপদ, যুক্তিগ্রাহ্য।

সৈয়দ আবুল মকসুদের কতিপয় উক্তির পুনরাবৃত্তিও লক্ষ্য করার মতো। যেমন:

> শিল্পী হিশেবে ওয়ালীউল্লাহ্ যদিও বিদ্রোহের নন স্থৈর্যের, কিন্তু স্বসমাজকে নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করেছিলেন তিনি, তাই দেখা যায় সমাজের সকল প্রকার অন্যায়, অন্ধতা ও অজ্ঞতায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন এবং সে-সবের বিরুদ্ধে মৃদু-প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ উচ্চারিত হয়েছে শুধু তাঁর নাটক-উপন্যাসেই নয় ছোটো-গল্পেও। 'লালসালু' ও 'বহিপীর'-এ এ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মধ্যযুগীয় অজ্ঞতা ভণ্ডামী ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শ্লেষ ধ্বনিত হয়েছে। (পৃ. ৬৮-৬৯)

উপর্যুক্ত মন্তব্যের মাত্র দু'পৃষ্ঠা পরই তিনি বলেছেন:

> ওয়ালীউল্লাহ্ সুযোগ পেলেই মধ্যযুগীয় রীতিনীতির প্রতিভূ এদেশের তথাকথিত বনেদী সম্প্রদায়কে যেমন শ্লেষ-ও বিদ্রূপদ্বারা বিদ্ধ করতেন তেম্নি মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার পূজারী এ-দেশের একশ্রেণীর ধর্মব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করতেও তাঁকে তৎপর দেখা যায়। তাঁর 'লালসালু' ও 'বহিপীর' সামাজিক কুসংস্কারের উপর এক বিরাট প্রতিবাদ। (পৃ. ৭২)

প্রকাশগত কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য ছাড়া উদ্ধৃতিদ্বয়ে উপস্থাপিত বক্তব্য অভিন্ন। প্রথমটির পর দ্বিতীয়টি তাই অপ্রয়োজনীয় ও বাহুল্য। এতদ্ব্যতীত এতো কাছাকাছি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি পড়ে পাঠকও বিব্রত হন।

সৈয়দ আবুল মকসুদের সাহিত্যবিবেচনা স্ববিরোধিতায়ও আক্রান্ত। এবং এর প্রাবল্যে মূল বক্তব্য অনিবার্য পরিণতির দিকে ক্রম অগ্রসারিত না হয়ে যুগপৎভাবে হয়েছে বাধাগ্রস্ত ও ক্লান্তিকর। নিচের উদাহরণে আবুল মকসুদের স্ববিরোধী বক্তব্যের স্বরূপ লক্ষণীয়:

•

১ 'নয়নচারা'য় সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে প্রতিভূ মানুষদের এনে তাদের দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করিয়েছেন স্ব স্ব শ্রেণীর। (পৃ. ৬৭)

২ 'দুই তীর' গল্পগ্রন্থের নাম-গল্পটিতে ওয়ালীউল্লাহ্ আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শ্রেণীর ভিতর-বাড়িতে; সেখানকার আপাত-উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা, বঞ্চনা, দীনতা, নিষ্প্রেম—তারই চিত্রাংকন করেছেন তিনি। (পৃ. ৬৭)

৩ 'গ্রীষ্মের ছুটি' সমাজের বাস্তব প্রেক্ষাপটে রচিত হওয়া সত্ত্বেও গল্পটি নিছক কাহিনীমাত্র থাকে নি, এক সময় নিঃশব্দে হ'য়ে উঠেছে প্রতীকী। (পৃ. ৬৯)

৪ এ গল্প [পাগ্‌ড়ি] অভিজাত মুসলমানদের উচ্চবিত্তশ্রেণীর আয়না ; সমাজের একটি অনপনেয় দ্বন্দ্বের ছবি। (পৃ. ৭১)

অর্থাৎ উল্লিখিত চারটি গল্পেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমাজমনস্ক ; সমাজের আন্তর অসঙ্গতিই তাঁকে এই সব গল্প রচনায় প্রণোদিত করেছে। সে-ক্ষেত্রে 'দুই তীরে'র সপ্তম গল্প 'মালেকা' সম্পর্কে যখন আবুল মকসুদ নতুন করে বলেন : ''লেখকের প্রখর সমাজচেতনা বিচ্ছুরিত হয় 'মালেকা' থেকে। দারিদ্র-জর্জরিত নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, দীনতা চমৎকার নৈপুণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে এ কাহিনীতে''[২১]—তখন এ-উক্তিতে গ্রন্থকারের পূর্বেকার বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতাই প্রমাণিত হয়।

মোটকথা, আধুনিক সাহিত্য ও শিল্পসমালোচনার কলাকৌশল সৈয়দ আবুল মকসুদের খুব বেশি অধিগত নয়। ফলে এই 'কুহেলীকলুষ' পথযাত্রা তাঁর পক্ষে নিরাপদ হয়নি ; এ-পদচারণা তাঁকে প্রায়শঃই করেছে বিড়ম্বিত, ক্লান্ত। তিনি যদি একান্তভাবেই জীবনী-রচনায় আত্মনিবেদিত থাকতেন তবে তাঁর প্রচেষ্টা অবশ্যই নির্মল স্মারণ্য অবদান হয়ে উঠতো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক' গ্রন্থমালা ও আবদুল কাদিরের 'কাজী আবদুল ওদুদ' (১৯৭৬) গ্রন্থটিকে তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারতেন। আশাকরি 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আবুল মকসুদ আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করবেন।

দ্বিতীয় ভাগের সংকলন অংশে লেখকের যে পরিমাণ শ্রমের স্বীকৃতি আছে সে পরিমাণ অভাব রয়েছে গ্রন্থকারের গবেষণা অভিজ্ঞতার। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বিক্ষিপ্ত অগ্রন্থিত রচনাসমূহ সংগ্রহ ও একত্রে গ্রন্থবদ্ধভাবে পাঠকের সামনে উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে আয়াসশীল ও একাগ্র নিষ্ঠানির্ভর কর্ম। একজন সংকলক ও সংগ্রাহকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তখনই সার্থক হয় যখন পাঠক তার অভীপ্সিত রচনাগুচ্ছ একত্রে নির্ভুল ও অবিকৃতভাবে পায়। অন্যথায় সংগ্রহিতা ও সংকলকের শ্রম হয় অর্থহীন, নিষ্ফল এবং তা কোনোই উপকারে আসে না। সৈয়দ আবুল মকসুদের সংকলিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাসমূহ সম্পর্কে এ-উক্তি অনেকাংশে প্রযুক্ত। কেননা মূল পত্রিকার সঙ্গে মিলিয়ে ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে, অনেক রচনা আবুল মকসুদের গ্রন্থে অবিকৃত থাকেনি, বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত, আবার অনেকাংশই বর্জিত। নিচের উদাহরণে আবুল মকসুদের সংকলিত অংশের পাশাপাশি পত্রিকার মূল পাঠ উদ্ধৃত করা হলো। মূল পত্রিকায় মুদ্রিত হলেও স্ফীত অক্ষরের শব্দ বা বাক্যাংশ আবুল মকসুদের সংকলনে বিসর্জিত। উদ্ধৃতি-মধ্যে [?] চিহ্ন-ব্যবহার প্রবন্ধকারের।

সৈয়দ আবুল মকসুদ : গোটা দৃশ্য আত্মগত ক'রে নিয়ে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে তা প্রকাশ করেন তিনি, অথচ সে-প্রকাশ অতি আস্তে হয় ব'লে [?] তা চোখে না ঠেকে অন্তরে গিয়ে পৌঁছে। আনোয়ারুল হকের হিজ্‌লা হতে ময়ূরাক্ষী তৈলচিত্রটি উল্লেখ-যোগ্য। ময়ূরাক্ষীর বাঁকের সাথে মন যেন উড়ে যায়।
ডান-বামে বাজে ছবি দেখতে দেখতে ক্লান্ত [?] কানোয়ালের চিত্রগুলো নোতুন উদ্দীপনা দেয়।[২২]

পত্রিকার পাঠ : গোটা দৃশ্য আত্মগত করে নিয়ে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে তা প্রকাশ **করেন** তিনি, অথচ সে-প্রকাশ অতি আস্তে হয় বলে **আর বিবরণ বর্জিত বলে** তা চোখে না ঠেকে অন্তরে গিয়ে পৌঁছে। আনোয়ারুল হকের হিজ্‌লা হতে ময়ূরাক্ষী চৈলচিত্রটি উল্লেখযোগ্য। ময়ূরাক্ষীর বাঁকের সাথে মন যেন উড়ে যায়।

ডান-বামে বাজে ছবি দেখতে দেখতে ক্লান্ত **চোখে** কানোয়ালের চিত্রগুলো নোতুন উদ্দীপনা দেয়।২৩

সৈয়দ আবুল মকসুদ : কারণ বর্ষামুখর রাতে ওর কালো [?] চোখ দুটি কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে।···জোর ঝোড়ো হাওয়া বইলো কিন্তু। নিশ্চল আনোয়ার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো [?] ।২৪

পত্রিকার পাঠ : কারণ বর্ষামুখর রাতে ওর কালো **কালো** চোখদুটি কেমন রহস্যময় হ'য়ে ওঠে। ·· জোর ঝোড়ো হাওয়া বইলো কিন্তু। নিশ্চল আনোয়ার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠ্‌লো, **তার চোখ চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লো**।২৫

সৈয়দ আবুল মকসুদ : সহকর্মীরা যখন আপন কাজে ব্যস্ত তখন তিনি পরকে দেখেই সময় কাটান আর [?] আকাশ কুসুম আকাশে না হয়ে অযাচিত ভাবে অন্যখানে অন্যরূপে প্রতি বছর ফুটতে লাগলো! প্রতি বছর নিয়মিতভাবে, ব্যতিক্রমশূন্যভাবে তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করতে পারলেন।২৬

পত্রিকার পাঠ : সহকর্মীরা যখন আপন কাজে ব্যস্ত, তখন তিনি পরকে দেখেই সময় কাটান আর **আকাশকুসুম রচনা করেন**। আকাশকুসুম আকাশে না হয়ে অযাচিত ভাবে অন্যখানে অন্যরূপে প্রতি **বৎসর** ফুটতে লাগলো : প্রতি **বৎসর** নিয়মিত-ভাবে, ব্যতিক্রমশূন্যভাবে তাঁর স্ত্রী সন্তান প্রসব করতে **লাগলেন**।২৭

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃতিগুলির স্ফীত-অক্ষরের শব্দ বা বাক্যাংশ লক্ষ্য করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সৈয়দ আবুল মকসুদ মূলপাঠ সংগ্রহে ও মুদ্রণে গবেষকধর্মী বিশ্বস্ত ও সতর্ক নন।

গ্রন্থের ভূমিকায় বানান ও অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> ওয়ালীউল্লাহ্ অনেকের মতোই বিভিন্ন সময়ে একই শব্দের বিভিন্ন বানান ব্যবহার করেছেন, যেমন 'বাড়ী' 'বাড়ি' 'পাখী' 'পাখি' ইত্যাদি, আমি সর্বশেষ বানানরীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। তাঁর [ওয়ালীউল্লাহ্] প্রথম দিকের লেখায় কিছু ক্রিয়াপদে 'ছ্'-এর চেয়ে 'চ'-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন, যেমন, 'করেচি', 'চেয়েচি', 'ভালোবেসেচি' ইত্যাদি, ওগুলো ও-ভাবেই রইলো। তা ছাড়া একদা তিনি 'বললো' 'ডাকলো' 'হাসলো' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের শেষে আকার দিতেন না, যেমন 'বললে' 'ডাকলে' 'হাসলে'— সমরূপতা রক্ষার স্বার্থে সেগুলোয় আকার দেয়া হয়েছে। 'করেছিলো' 'গিয়েছিলো' 'কোনো' 'মতো' 'ছোটো' ইত্যাদি শব্দে ও-কার ব্যবহৃত হলো, ···একসময় তাঁর কিছু-কিছু শব্দাবলিতে হসন্ত ব্যবহারের প্রতি বেশ ঝোঁক ছিলো, যেমন 'হাস্‌বে' 'মার্‌বে' ইত্যাদি, এখানে সে-হসন্ত তুলে দেওয়া হলো। (পৃ. উল্লেখ নেই)

কিন্তু এ-প্রতিশ্রুতি কোথাও রক্ষিত হয়নি। আবুল মকসুদ প্রতিশ্রুত বানান ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে এসেচি (পৃ. ২৩১), চাইচে (পৃ. ২৩১), বলচি (পৃ. ২৯১), দেখাচিচ (পৃ. ২৩১), ছুঁয়েচে (পৃ. ২৩১), ভাবচো (পৃ. ২৩১), ভাবচি (পৃ. ২৩১), দিয়েচেন (পৃ. ৩২) ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। এ ছাড়া মূলের আসেনি আসে নি (পৃ. ২২৯), ভেতর ভিতর (পৃ. ২২৯), দরজা দরোজা (পৃ. ২২৯),

কেউবা কেউ বা (পৃ. ২২৯), পাইক পেয়াদা পাইক-পেয়াদা (পৃ. ২৩), দেয়া দেওয়া (পৃ. ২৩০), হননি হন নি (পৃ. ২৩০), করে ক'রে,(পৃ. ২৩০) বলে ব'লে (পৃ. ২৩১) বাস রে বাস্‌রে (পৃ. ২৩১), সে-টা সেটা (পৃ. ২৩১), কোলকাতা কলকাতা (পৃ. ২৩০), ডায়রী ডায়েরী (পৃ. ২৩১), একশোবার এক শ বার (পৃ. ২৩২) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। সংকলক-সম্পাদকরূপে ক্রিয়াপদের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রচনার আভ্যন্তর প্রতি-সাম্য রক্ষা করা তাঁর কর্তব্য এবং এক্ষেত্রে কোনো অপারগতামূলক স্বীকারোক্তি গ্রহণীয় নয়। দ্বিতীয় বিভাগ প্রসঙ্গেও তাই আমাদের একই বক্তব্য : দ্বিতীয় সংস্করণে যেন আমরা বিশুদ্ধ, নির্ভুল ও অবিকৃতভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অগ্রন্থিত রচনাগুলি পাই।

আবিদ রহমানের "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র উপন্যাস" (ফেব্রু. ১৯৮৩) ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ। 'লালসালু'র মহব্বতনগরের নাম বারবার 'মহাব্বতপুর' রূপে উল্লেখ পীড়াদায়ক। মধ্যযুগের চণ্ডীদাসের পদ 'শুনহ মানুষ ভাই সবার উপরে মানুষ সত্য'-কে অস্তিত্ববাদী দর্শনের 'সারকথা', 'চাঁদের অমাবস্যা' 'বাংলা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ রীতির সর্বপ্রথম সার্থক ব্যবহার', 'কাঁদো নদী কাঁদো'র সংগঠনকৌশল মৃণাল সেনের 'আকালের সন্ধানে' চলচ্চিত্রের প্রভাবজাত ইত্যাদি উক্তি একান্তই স্বেচ্ছাচারী, উপন্যাসের আভ্যন্তর তত্ত্ব ও তথ্যে তা প্রমাণিত নয়। তবে, ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ এবং উপন্যাসবিবেচনার সৎ আকাঙ্ক্ষা ও আন্তরিকতা—আবিদ রহমান-রচিত গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক প্রবন্ধ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হচ্ছে :

১ হাসান হাফিজুর রহমান ; এপ্রিল ১৯৭৩, একটি উচ্চাভিলাষী উপন্যাস [চাঁদের অমাবস্যা] : সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৭-৮০

২ মনসুর মুসা ; এপ্রিল ১৯৭৪, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ঢাকা : পূর্বলেখ প্রকাশনী, পৃ. ৫৯-৬৪

৩ কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ্ ; নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' : বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ : শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৩ / ১৯৭৬, পৃ. ১২১-৫১

৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; ফেব্রুআরি ১৯৭৬, 'চাঁদের অমাবস্যা' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ. ১৭৪-৮৪

৫ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; আমাদের জটিলতম উপন্যাস : "কাঁদো নদী কাঁদো" : একুশের সংকলন ১৯৭৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫২-৬৬

৬ সিদ্দিকা মাহমুদা ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর--'কাঁদো নদী কাঁদো' : ঢাকা (শফিকুল ইসলাম ইউনুস সম্পাদিত), ১ : ২১, সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১৭-৩৬

৭ সিদ্দিকা মাহমুদা ; 'লালসালু' : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮ / ১৯৮১, পৃ. ১-৪৫

৮ মোহাম্মদ আবু জাফর ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : তাঁর সৃষ্টিতে : বইয়ের খবর (বিজলীপ্রভা সাহা সম্পাদিত), ৩ : ১, এপ্রিল-জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৫৯-৬৪

৯ সৈয়দ আকরম হোসেন ; ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : প্রসঙ্গ ভয় : দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ ও ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

১০ সৈয়দ আকরম হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা, দৈনিক বাংলা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

১১ মোহাম্মদ আবু জাফর ; সমাজ-প্রান্তরে স্বগতোক্তি : চাঁদের অমাবস্যা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (কামাল আতাউর রহমান সম্পাদিত), [প্রকাশকাল উল্লেখ নেই], পৃ. ৯-১৪

১২ সিদ্দিকা মাহমুদা ; তরঙ্গভঙ্গ : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮-৫৭

১৩ এস. এম. লুৎফর রহমান ; 'লালসালু' একটি সামন্তবাদী উপন্যাস : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-৩৪

হাসান হাফিজুর রহমানের প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানসপ্রবণতার মূল গ্রন্থিটি তিনি অনুধাবন করেছেন। 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের আঙ্গিক ও বক্তব্য যে প্রথাবদ্ধ নয়, স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী তা তাঁর আলোচনায় স্বীকৃত—যদিও প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন : 'চাঁদের অমাবস্যার উন্নততর প্রকরণ প্রথা-মাফিক প্রয়োগ করতে গিয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এ-গ্রন্থের অপরিহার্য তাৎপর্য বিন্যাসের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন।'[২৮]

মনসুর মুসার প্রবন্ধ তাঁর ইতিহাসধর্মী গ্রন্থ 'পূর্ব বাঙলার উপন্যাসে'র (১৯৭৪) অংশ। ফলে প্রবন্ধটি পরিচিতি ও বর্ণনামূলক এবং কাহিনী পরিবেশনই এখানে প্রবন্ধকারের মূল লক্ষ্য। মনসুর মুসার 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ' শীর্ষক আলোচনাটি পাঠ করতে গেলে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (তৃ-স ১৯৬৮) গ্রন্থটির অংশ বিশেষের সঙ্গে সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এই সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত দুটি রচনারই অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেলো :

মুহম্মদ আবদুল হাই : [প্রকাশ জুন ১৯৫৬, তৃ-সং. সেপ্টেম্বর ১৯৬৮] : 'লালসালু'তে ধূর্ত ধর্মব্যবসায়ী মজিদ গ্রামবাসীদের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে আপন বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি গড়ে তুলেছে। নামগোত্রহীন কবরের উপর 'লালসালু' বিছিয়ে সে তাকে কামেল দরবেশের মাজার রূপে পরিচিত করেছে এবং অত্যন্ত কৌশলে গ্রামবাসীদের ভীতি ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। এরই মাধ্যমে উৎকেন্দ্রিক মজিদ গ্রামের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী লোক হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। কিন্তু মজিদের জীবনও নিরুপদ্রব নয়। প্রতিমুহূর্তে তার উৎকেন্দ্রিক জীবন-সৌধ ধ্বসে পড়ার আশংকায় সে আতংকিত। পাশের গ্রামে অন্য-পীরের উপস্থিতি মজিদকে শংকাতুর ক'রে তোলে। আপন অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সে শঠতার কৌশল অবলম্বন করে এবং জয়ী হয়ে নিজের ভিত্তিকে মজবুত ক'রে নেয়।··· 'লালসালু' চরিত্র-প্রধান উপন্যাস হ'লেও গ্রামবাসীর অজ্ঞতা, মূর্খতা, অন্ধ বিশ্বাস, মোল্লাগিরি পীরভক্তির চিত্র সযত্নে অংকিত হয়েছে। চরিত্র অংকনে লেখকের নিপুণতা প্রশংসনীয়।[২৯]

মনসুর মুসা [প্রকাশ ১৯৭৪] : মজিদ উপায় বের করে নেয়। নামগোত্রহীন এক কবরের ওপর লালসালু বিছিয়ে মজিদ মাজার প্রতিষ্ঠা করে। গ্রামের লোকের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অন্ধবিশ্বাসের ওপর তার উৎকেন্দ্রিক জীবনসৌধ গড়ে ওঠে। এ জীবনে তার নিরুপদ্রব প্রতিষ্ঠা নেই, প্রতি মুহূর্তে ভিত্তিহীন জীবন ধ্বসে পড়ার আশ-ঙ্কায় সে শঙ্কিত। পাশের গ্রামের নতুন পীরের উপস্থিতি মজিদকে শঙ্কাতুর করে তোলে। মজিদ আত্মপ্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার স্বাভাবিক দাবিতে উপায় উদ্ভাবন করতে বাধ্য। নতুন পীরের ভণ্ডামিকে উদ্‌ঘাটন করে সে নিজের অবস্থানকে নিরাপদ করে নেয়।''তার প্রতিষ্ঠা-পথের সমস্ত সংগ্রামের প্রকৃতি লেখক নিরাসক্ত নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। সেই সঙ্গে অঙ্কন করেছেন গ্রামের অজ্ঞতা-মূর্খতা, অন্ধবিশ্বাস, মোল্লাগিরি ও পীরভক্তির চিত্র। ৩০

মুহম্মদ আবদুল হাই [প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮] : সৈয়দ ওয়ালিউল্লার 'চাঁদের অমাবস্যা' একটি সার্থক দার্শনিক চেতনা-সমৃদ্ধ উপন্যাস। আধুনিক অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব উপন্যাসের সামগ্রিক পরিচর্যা এবং বিশ্লেষণে ছড়িয়ে আছে। গ্রাম্য যুবক শিক্ষক আরেফ মিয়া। মননশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি আছে তার কিন্তু যাথার্থ জীবন-অভিজ্ঞতা নেই। তার ঋজু কল্পনাপ্রবণ জীবন দর্শন তার আপন অস্তিত্বের ধারক। এই সহজ অস্তিত্বের প্রবাহে সংঘাত এসেছে অকল্পনীয় ঘটনা এবং অভাবনীয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে। যুবক শিক্ষক আরেফ মিয়া এই অভিজ্ঞতার অন্তর্জটিল-তায় ক্ষতবিক্ষত। প্রতিমুহূর্তে সংশয়, নৈরাশ্য এবং বেদনার মধ্য দিয়ে সে আপন অস্তিত্বকে অনুভব করে। এই অনুভূতি যন্ত্রণায় সুতীব্র, স্বপ্নভঙ্গের আর্তনাদে করুণ এবং মানসিক জটিলতায় কণ্টকাকীর্ণ। ৩১

মনসুর মুসা [প্রকাশ ১৯৭৪] : যুবক শিক্ষক আরেফ মিঞা মননশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তার মননশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টি একটা রহস্যময় রোমাণ্টিকতায় আচ্ছন্ন। সমৃদ্ধ জীবন-অভিজ্ঞতা তার নেই, তাই জীবনের যথার্থ রূপ সম্পর্কে সে অনভিজ্ঞ। তার ঋজু কল্পনাপ্রবণ জীবনবীক্ষা তার আপন অস্তিত্বের ধারক। এই সহজ অস্তিত্বের প্রবাহে সংঘাত এসেছে অকল্পনীয় ঘটনা এবং অভাবনীয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে। যুবক শিক্ষক আরেফ মিঞা এই অভিজ্ঞতার অন্তর্জটিলতায় ক্ষতবিক্ষত। প্রতি মুহূর্তে সংশয়, সন্দেহ, নৈরাশ্য এবং বেদনার মধ্য দিয়ে সে আপন অস্তিত্বকে অনুভব করে। এই অনুভূতি যন্ত্রণায় সুতীব্র, স্বপ্নভঙ্গের আর্তনাদে করুণ এবং মানসিক জটিলতায় কণ্টকাকীর্ণ। ৩২

মনসুর মুসার প্রথম উদ্ধৃতিটিতে সামান্য প্রকাশগত বৈচিত্র্য আছে, 'নামগোত্রহীন' শব্দের বিকল্পে 'উন্মূল' ব্যবহার করা হয়েছে এবং মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সংহত বক্তব্যকে করা হয়েছে ঈষৎ দীর্ঘায়িত ও প্রলম্বিত। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির সঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য মিলে যায়। এ সাদৃশ্য বিস্ময়কর!

কাজী মোস্তাযীন বিল্লাহ্‌র পাশ্চাত্য সাহিত্যজ্ঞান শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁর সেই মনীষার সার্থক ব্যবহার তাঁর প্রবন্ধে ঘটেনি। তাঁর সিদ্ধান্তের অধিকাংশই একমাত্রিক ও পূর্ব-ধারণা-আরোপিত। তাঁর প্রবন্ধটি কবিতাসুলভ সাবজেকটিভ অন্তর্বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ে উঠেছে মূলতঃ মনোদ্ভূত (Impressionistic)। তাঁর মতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' 'চেতনা প্রবাহ রীতির উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিক এখানে বিক্ষুব্ধ মানসিকতার চিত্রকর'।৩৩

প্রথম পর্যায়ের ওয়ালীউল্লাহ্-আলোচকদের অন্যতম আবদুল মান্নান সৈয়দ। সৈয়দ আবুল মকসুদের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে (১৯৭২) তিনি ওয়ালীউল্লাহ্-আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন। আলোচনায় ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যবহারের চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর আলোচ্য দুটি প্রবন্ধই মনোদ্ভূত। মূল বক্তব্য অপেক্ষা সচেতনভাবে নির্মিত গদ্যশৈলীর পরিচর্চায় তিনি অধিক আগ্রহী। অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, সর্বত্র প্রতিসাম্য ও সমতা রক্ষা না করে কতিপয় স্থানে উচ্চারণানুগ 'দ্যাখে' 'দ্যায়' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের বানান বৈচিত্র্য সৃষ্টি, পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহৃত কিন্তু বাংলাদেশে অপ্রচলিত 'ইশকুল' ইত্যাদি শব্দ এবং 'সীবন', 'পাতালপরশী', 'নিষ্ণাত'-এর মতো পদ ব্যবহারের ফলে তাঁর প্রবন্ধে এক ধরনের অধিকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁর বেশকিছু বাক্যগঠনও আমাদের বাক্যজ্ঞানকে করে বিপন্ন ও উন্মূলিত। যেমন :

১ এখানে আরেফ আলীর প্রতিটি মুহূর্ত ও শারীরমুহূর্ত, জ্যোৎস্না ও কুয়াশা আশ্চর্য উদ্ভাসিত : চলনশীল কুয়াশা ও পরিবর্তমান জ্যোৎস্না সমস্ত দৃশ্যপ্রেক্ষিত রচনা করেছে।[৩৪]

২ এর পর ক্রমাগত আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মতদন্ত, আত্মবিশ্লেষণ ; যুযুধান ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র ফলন-প্রতিফলন ; ছায়া-উপচ্ছায়া ; প্রতিচ্ছায়া ; নৈর্ব্যক্তি, আত্মদৃষ্টিপাত কাদের-চক্ষু।[৩৫]

''আমাদের জটিলতম উপন্যাস : 'কাঁদো নদী কাঁদো'' প্রবন্ধটির নামকরণ বিষয়-নির্দেশক। কেননা যে কাজ একজনের কাছে জটিল, মেধার অগম্য অন্যের নিকট তাই আবার খুব সহজ ও সরল হতে পারে। এ প্রবন্ধে একপ্রকারের জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা প্রয়োগের চেষ্টা আছে। 'কাঁদো নদী কাঁদো'-সম্পর্কে তাঁর উক্তি : এ উপন্যাস 'চেতনা-প্রবাহ পদ্ধতির'। স্বাভাবিকভাবেই উক্ত উক্তিটি বিস্তৃত না হলেও পরিচ্ছন্নভাবে আলোচিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সে আলোচনায় অংশগ্রহণের আগ্রহ অপেক্ষা চেতনা-প্রবাহরীতির ইতিহাস বর্ণনাতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক। অতঃপর একটি বাক্যে সিদ্ধান্ত : ''কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে চেতনাপ্রবাহ ব'য়ে গেছে স্মৃতি ও অনুষঙ্গের সূত্র ধ'রে।''[৩৬] এর পর ব্যবহৃত হয়েছে কিছু উদ্ধৃতি। বস্তুত, গদ্যসৃষ্টিতে আবদুল মান্নান সৈয়দ যে পরিমাণ পরিশ্রমী ও শ্রমশীল, বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করতে তিনি যেন সমপরিমাণে অনাগ্রহী ও অস্বচ্ছন্দ।

সিদ্দিকা মাহমুদার তিনটি রচনাই সহজ, সরল ও বর্ণনাত্মক। তাঁর প্রক্রিয়ায় সাহিত্য সমালোচনা মূলতঃ কাহিনীকথন ও পাত্রপাত্রীর আচরণের বাস্তবভিত্তিক বিবরণ ; আর এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধগুলি পাঠ করে পাঠকের পক্ষে কোনো নতুন তথ্য, তত্ত্ব, দৃষ্টিকোণ এমনকি একটি সুষম ও সুললিত গদ্যশৈলীর সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ লাভ করা দুরূহ হয়ে পড়ে। লেখিকার মতে 'লালসালু'র মজিদ 'অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিকের মানস-পুত্র'। কেননা 'ব্যক্তিজীবন, জীবিকা ও অস্তিত্বের জন্যে সে সংগ্রাম করে'···। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উপস্থিতি-অন্বেষণ অধুনা ওয়ালীউল্লাহ্-সমালোচনায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দর্শন সাহিত্য নয়। দর্শনের শৈল্পিক রূপায়ণই সাহিত্য। সিদ্দিকা মাহমুদার আলোচনায় দার্শনিক-তত্ত্বের প্রয়োগ-প্রক্রিয়া বিবেচিত হলে প্রবন্ধসমূহ নতুন মাত্রা পেত, হয়ে উঠতো একাধিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

মোহাম্মদ আবু জাফর ও এস. এম. লুৎফর রহমান 'লালসালু'র প্রকাশসম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। তাঁদের মতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' কলকাতা থেকে প্রকাশিত বলে তা

বাংলাদেশের উপন্যাসের পথিকৃতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। 'লালসালু' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়নি। ঢাকা থেকেই তা ১৯৪৯ সালে প্রকাশ পায়; যদিও মুদ্রণের সময় গ্রন্থে ওয়ালীউল্লাহ্‌র মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের কলকাতাস্থ প্রকাশনা সংস্থা 'কমরেড পাবলিশার্সে'র নাম মুদ্রিত ছিল।[৩৯]

সাহিত্যের বিশেষ ধারা নির্দেশে প্রকাশস্থান প্রাধান্য লাভ করে না—কোনো দেশের জাতীয় চেতনাপ্রবাহই এর একমাত্র মানদণ্ড। বাংলাদেশের ইতিহাসের সূচনাপর্বটি কাজী আবদুল ওদুদ-হুমায়ুন কবির থেকেই বিন্যস্ত হওয়া উচিত।[৪০] মোহাম্মদ আবু জাফরের 'লালসালু' বিচারে যেটুকু সত্যের ও জীবনমুখিতার ঝলকানি আছে, লুৎফর রহমানের আলোচনায় তা অনুপস্থিত। তাঁর উপন্যাসবিচার মুখ্যতঃ ই. এম. ফর্স্টারের সেই ত্রিনীতি: plot, people, attitude towards life-এর বৃত্ত রেখায় আবর্তিত। কিন্তু উপন্যাসের শিল্পমীমাংসায় ফর্স্টার এখন দূরধ্বনি মাত্র। কেননা উপন্যাসের আঙ্গিক-বিবেচনা তাঁর পরও অনেক দূর: এডুয়িন মুয়ির, রবার্ট লিডেল, পার্সি লুবাক, র‍্যাল্‌ফ ফক্‌স, ডেভিড ডেইচেস (David Daiches), ডেভিড লজ্ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য উল্লিখিত দুজন প্রবন্ধকারই তাঁদের রচনায় বিস্তর তথ্য উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু ঐ সব পুঞ্জিভূত তথ্যের আন্তর-পরিচর্চা আধুনিক হলে রচনাগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সামগ্রিক উপলব্ধির পরিচয় বহন করতো।

সৈয়দ আকরম হোসেনের প্রবন্ধ ব্যতিক্রমী ও মৌলিক। তাঁর দুটি প্রবন্ধই পরবর্তীকালে 'শব্দরূপ' পত্রিকায় 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।[৪১] তিনিই আমাদের প্রথম জানিয়েছেন যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস বিচারে উপন্যাসের যে-সব প্রসঙ্গ-প্রবণতা ও এষণার উপর গুরুত্ব প্রদান আবশ্যক 'ভয়' তার অন্যতম। এ-প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি:

> 'কালো জোয়ারে নিমজ্জিত অস্তিত্বের নৈরাশ্যবিহারী শিল্পী নন সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্। আত্মবিনাশী পুরুষকারের জীবনকথার শিল্পরূপ অঙ্কনও তাঁর অন্বিষ্ট নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পরিমার্জিত জীবনবোধে ভয়ই হয়ে ওঠে শিল্প; এ-প্রশ্নে তিনি স্বয়ংস্বতন্ত্র। (শব্দরূপ, পৃ. ৯)

আধুনিক উপন্যাস বিবেচনায় দৃষ্টিকোণ বিচারের গুরুত্ব অত্যধিক এবং এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিরহস্যের অনেকটা স্বরূপই অনাবৃত করা সম্ভব; দৃষ্টিকোণ ব্যবহারেরই উপরই উপন্যাসধৃত চরিত্রসমূহ ও ঘটনাস্রোত পাঠকচিত্তে সঞ্চার করে অভিপ্রেত প্রতীতির। উপন্যাসে দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নিরীক্ষাধর্মী, পরীক্ষাপ্রবণ। কেননা তিনি তাঁর উপন্যাসসমূহে একই দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেননি। 'লালসালু' থেকে 'কাঁদো নদী কাঁদো' পর্যন্ত ক্রমাগত তিনি দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করেছেন; একই উপন্যাসে আবার কখনো ব্যবহার করেছেন একাধিক দৃষ্টিকোণ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসের এই পয়েন্ট অব্ ভিউ পরিবর্তনের স্বরূপ কি এবং কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তা প্রযুক্ত ইত্যাদি উপন্যাসের আভ্যন্তর পরিচর্যার স্বরূপ সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর উজ্জ্বল ও বহুমাত্রিক গদ্যে উপস্থাপন করেছেন।

এছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর মোহাম্মদ নাসির আলী[৪২], আবু জাফর শামসুদ্দীন[৪৩], এ. কে. নাজমুল করিম,[৪৪] মাহমুদ শাহ্ কোরেশী[৪৫], সৈয়দ আলী আহ্‌সান[৪৬] সানাউল

হক[৪৭], সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম,[৪৮] আবুল হোসেন[৪৯] সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী[৫০] প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

এর মধ্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ছাড়া মোহাম্মদ নাসির আলী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র প্রকাশক ও ঘনিষ্ঠ, মাহমুদ শাহ্ কোরেশী অনুজপ্রতিম এবং অন্যান্যেরা কেউ বন্ধু, সহপাঠী, কেউ বিশেষ পরিচিত আবার কেউ তাঁর সমসাময়িক। উপর্যুক্ত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই তাই স্মৃতিচারণমূলক এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকীর্তি অনুধাবনেও তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ উপলব্ধিতে এগুলির গুরুত্ব সমধিক।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর স্বভাবানুগ সারল্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপর আলোক সম্পাত করেছেন। তাঁর মতে বাঙালিত্বের সঙ্গে বিশ্বনাগরিকত্বের দ্বন্দ্বে ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভা প্রতিনিয়ত হয়েছে রক্তাক্ত, বিক্ষত; আর বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে পরিণয় তাঁকে সংকীর্ণ, গণ্ডীবদ্ধ ও নিঃসঙ্গ করেছে।

ভিন্ন শিরোনামার প্রবন্ধ : ওয়ালীউল্লাহ্-প্রসঙ্গ

তৃতীয় পর্বে সেই সব উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ আলোচিত হয়েছে যেগুলিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রত্যক্ষ নয়, অনুষঙ্গী বা সহযোগী বিষয়। এসব প্রবন্ধে বিধৃত ওয়ালীউল্লাহ্ সমগ্র নয়, এ-গুলি তাঁর রেখাভাস মাত্র। কিন্তু এই তথ্যসংকেত অনেক ক্ষেত্রেই অনিবার্য পথনির্দে-শের সহায়ক হয়েছে। প্রকাশকাল অনুসারে এ পর্যায়ের আলোচকদের মধ্যে আছেন রশীদ করীম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, মুনীর চৌধুরী, সৈয়দ আকরম হোসেন ও হাসান আজিজুল হক।

'সমসাময়িকের চোখে'[৫১] রশীদ করীমের রচনাটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। তাঁর কালে 'যাঁরা সাহিত্যের পথে হরদম আনাগোনা করেছেন' ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁদেরই একজন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে রশীদ করীমের উক্তি :

> ···মুসলিম বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অধুনা তাঁর [ওয়ালীউল্লাহ্] নাম ডাক বান ডাকে। এই খ্যাতির অনেকটাই তাঁর অর্জিত, অনেকটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা'তে বলিষ্ঠ কল্পনাবৃত্তি ও সহজাত বাস্তববোধ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত হাত ধরা ধরি করে এগিয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এতদিন শেলীর 'স্কাইলার্ক' ছিলেন; কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর তাঁকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'স্কাইলর্ক' হতে হল। ধরিত্রীর বুকে পা নাবাতেই হল। তা হলেও তিনি অতিশয় রোমাণ্টিক লেখক।··· তিনি আকাশ ও মৃত্তিকার মাঝামাঝি এক অর্দ্ধকল্প ও অর্দ্ধবাস্তবলোকে বাস করেন। ···হেন্‌রী জেম্‌সের তুলনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ অত্যন্ত নিকৃষ্ট লেখক···। তাঁর ভাষা ও বিষয়বস্তুর বৈষম্য মাঝে মাঝে উৎকট মনে হয়, অথচ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিশুদ্ধ বাঙলা লেখেন। স্বীকার করতেই হবে তাঁর রচনায় posery আছে। অস্পষ্টতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পারেন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের মধ্যে কিছু একটা আছে। কিন্তু সেই একটা কিছু কি তা এখনো বোঝা যাচ্ছে না।[৫২]

এ-উক্তি কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক মূল্যায়নপদ্ধতি-প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কাছে নিঃসন্দেহে হাস্য-কর এবং সাম্প্রতিক তরুণদের কাছে ওয়ালীউল্লাহ্-ঈর্ষাজাত বলে মনে হয়। সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্ অহেতুক অবাঞ্ছিতভাবে বৈদেশী ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় আক্রান্ত।

বাংলাদেশের অন্যতম কথাসাহিত্যিক বলে কথিত ব্যক্তির কাছ থেকে এ জাতীয় উক্তি অবশ্যই দুঃখজনক।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের মতে[৫৩] 'পাক বাঙলার সাহিত্যে ··· কথাসাহিত্য রচনার ধারাটি যে-সব আঙুলে গণা' উপন্যাসের জন্যে গতিবান, চলিষ্ণু ও জীবনবোধে ঐশ্বর্যান্বিত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' তার অন্যতম—

> পাক-বাঙলা সাহিত্যে ··· যে কয়েকটি সার্থক উপন্যাস ··· রচিত হয়েছে, তারা এই আশা বয়ে নিয়ে এসেছে যে, আমাদের সাহিত্যের এধারার ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'লালসালু' ··· অন্ততঃ এর পরিচয় বহন করে।[৫৪]

এ-মন্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও তিনি 'লালসালু'র প্রধান ক্ষেত্রটিই আলোকিত করেছেন।

'পূর্ব-পাকিস্তানী কথা-সাহিত্য'[৫৫] শীর্ষক প্রবন্ধে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বিবেচনা তুলনামূলকভাবে সত্যস্পর্শী ও বাস্তবসম্মত। তিনি কেবল মজিদের [লালসালু] ভণ্ডামিরই উল্লেখ করেননি—এই চরিত্রটির মৌলিকত্বের কেন্দ্রবিন্দু তিনি মেঘময় ঘনান্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের মতো ত্বরিত ব্যাপ্তিতে আলোকিত করেছেন :

> জমিলার মৃত্যু, দেশে শস্যহীন কিছুই ভণ্ড মজিদের 'বিশ্বাসের পাথরে খোদাই' করা চোখে কোন কম্পন আনেনি। আর মজিদ ছাড়া উপন্যাসের অন্যান্য সব চরিত্রই প্রায় একমাত্রিক। তবু বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে কাহিনী বর্ণনার ঋজু ভঙ্গিতে এবং ঘটনা বিন্যাসের দক্ষতায় 'লাল সালু' নিঃসন্দেহে বিরল স্রষ্টাদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।[৫৬]

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ 'লালসালু'কে পূর্ববাংলার সমাজসমস্যা-ভিত্তিক উপন্যাসসমূহের একটি রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে প্রত্যক্ষণ নির্ভুল তবে

> 'লাল সালু'তে সমাজ-সমস্যা ও কুসংস্কারকে উপজীব্য বিষয় করে নিলেও লক্ষ্য করা যাবে যে, আঙ্গিক-কৌশল ও ভাষা-বিন্যাসের দিক থেকে তিনি যে রীতি অনুসরণ করেছেন তার সাথে পূর্ববর্তী মুসলিম লেখকদের রচনার তেমন কোন সমধর্মিতাই নেই। সমাজপটভূমিতে তিনি শুধু সমস্যার স্বরূপ ও চিত্ররূপ তুলে ধরেই পরিতৃপ্তি বোধ করেন নি, চরিত্রের মনের গভীরতর পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন, ফলে তাঁর হাতে **উপন্যাসটি ব্যাপকতর পটভূমি খুঁজে না পেয়ে অনেকটা ছোটগল্পের সমধর্মী আঙ্গিকে রূপ নিয়েছে, ফলে উপন্যাসটিতে ইঙ্গিতধর্মিতাই প্রাধান্য পেয়েছে।**[৫৭]

উদ্ধৃতিটির স্ফীত-অক্ষর-মুদ্রিত উক্তিটি ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাসের আঙ্গিকসম্পর্কিত সনাতন ধারণাপ্রসূত। পক্ষান্তরে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শিল্প ও সাহিত্যজিজ্ঞাসা আত্মস্থ করেই আধুনিক।

পাঠকের মেধার উপর আস্থাশীল মুনীর চৌধুরী বিশ্লেষণহীন প্রক্রিয়ায় সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্‌র গদ্যের ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য ও বিষয়-ঔচিত্যের সাফল্য তাঁর 'বাঙলা গদ্য-রীতি' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে উদ্ধৃত করেছেন।[৫৮]

সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর 'বাংলাদেশের উপন্যাস: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ'[৫৯] প্রবন্ধে যে-সব মন্তব্য করেছেন তাতে ওয়ালীউল্লাহ্-প্রতিভার স্তরোত্তরণের রূপালেখ্য সুস্পষ্ট :

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র দুটি উপন্যাস—'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) এবং 'কাঁদো নদী কাঁদো' (১৯৬৮)। 'লালসালু'তে প্রবাহিত ওয়ালীউল্লাহ্‌র সমাজবিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ চেতনাপ্রবাহ এ-পর্বে আত্মনিমগ্ন, অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্থিতধী।...স্কুল শিক্ষক আরেফ আলীর আত্মগত দ্বন্দ্বে এবং পরিণামে, কাদের যে যথার্থ হত্যাকারী, এই-সত্য প্রকাশের মাধ্যমে অস্তিত্ববাদী দর্শন শিল্পায়িত হয়েছে। আরেফ আলীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংকটাক্রান্ত ভয়, আবেগ, রক্তাক্ত অনুভূতির রূপবন্ধ ও চিত্রকল্প সৃষ্টির সার্থকতা এ-উপন্যাসের [চাঁদের অমাবস্যা] গৌরব।... ফর্ম নিরীক্ষায় ও উপস্থাপনের রীতিতে 'কাঁদো নদী কাঁদো' অভিনব। তবারক ভুইঞা গল্পচ্ছলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কুমারডাংগার মফস্বল শহরের জনজীবনের আতঙ্ক, ভয়, ভীতি, আশঙ্কা এবং অভিব্যক্তি যেমন বিস্তৃত ক্যানভাসে অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি 'এক শ্রোতা'র আত্মমগ্ন চেতনা-স্রোতের শব্দরূপে মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনদ্বন্দ্ব, ভয় এবং পরিণাম অঙ্কিত হয়েছে।[৬০]

এ-সংক্ষিপ্ত অভিমত অবলম্বনে সহজেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাসসমূহের স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব।

হাসান আজিজুল হকের মতে চার ও পাঁচের দশকের সবচেয়ে প্রতিভাবান, সচেতন ও শক্তিমান শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।[৬১] তিনি ওয়ালীউল্লাহ্‌কে একজন মৌলিক এবং বাংলাদেশের প্রথম আধুনিক ঔপন্যাসিকরূপে বিবেচনা করেছেন:

> বাংলাদেশের উপন্যাসে কিভাবে অচেতন প্রয়াসের ক্লান্তিকর অনুবর্তনের মধ্যে প্রথম সচেতন শিল্পীর পদপাত ঘটে, তা বুঝতে গেলে আমাদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। জীবননিষ্ঠা ও আধুনিক শিল্প-প্রকরণ, তীব্র শৈল্পিক সচেতনতা ও দক্ষতা, স্নায়ু-ছেঁড়া সংযম ও পরিমিতিবোধ, নিচু ও নির্বিকার উচ্চারণ—আধুনিক সুনির্মিত উপন্যাসের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহতে পাওয়া যায়।[৬২]

তাঁর উপর্যুক্ত বিবেচনা শ্রদ্ধেয়।

এতদ্ব্যতীত মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ)[৬৩] গ্রন্থে উপন্যাস বাদেও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প ও নাটক, নীলিমা ইব্রাহিমের 'বাংলা নাটক: উৎস ও ধারা'[৬৪] এবং আজহার ইসলামের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ'[৬৫] গ্রন্থে যথাক্রমে তাঁর নাটক ও কথাসাহিত্যের উপর আলোচনা সংগ্রথিত আছে কিন্তু তা স্বতন্ত্র মূল্যায়ন নয় ঐতিহাসিক ধারায় উল্লেখমাত্র।

বস্তুত, বাংলাদেশে উপর্যুক্ত তিনটি পর্যায়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যকর্মের আলোচনা বিকাশ লাভ করেছে। ওয়ালীউল্লাহ্ অনুরাগীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ওয়ালীউল্লাহ্ এখন বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠক্রমের অন্তর্গত এবং উচ্চতর গবেষণার বিষয়বস্তু। আশা করা যায় আগামীতে আমরা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মানস-দিগন্তের নতুন রেখার সন্ধান পাবো এবং আরো গভীর, সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবো।।

তথ্যনির্দেশ

১ সমকাল (সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদিত), ৬ : ১০, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০, পৃ. ৭২০-৩৭

২ সৈয়দ আবুল মকসুদ ; ডিসেম্বর ১৯৮১, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা : মিনার্ভা বুক্স, পৃ. ২২+১-৩৫৩+১৩

৩ গল্প সংকলন (বাংলা সমিতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) ; আশ্বিন ১৩৭৬, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৪৭৬

৪ আমাদের লেখক : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী (প্রধান সম্পাদক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান); ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮৫

৫ বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি ; ফেব্রুয়ারী ১৯৮০, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ১২০

৬ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহ্‌সান ; জুন ১৯৫৬, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, চট্টগ্রাম : বইঘর, পৃ. ৪৪৫, ৪৫৫

৭ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬, দৃষ্টিকোণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, পৃ. ৯৯

৮ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; জুন ১৯৬৫, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, পৃ. ১৩৫

৯ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ ; ১৯৬৫, সমকালীন সাহিত্যের ধারা, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ২২৭

১০ নীলিমা ইব্রাহিম ; ভাদ্র ১৩৭৯ / ১৯৭২, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৪৮০

১১ হাসান হাফিজুর রহমান ; এপ্রিল ১৯৭৩, সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৭

১২ [সৈয়দ] আকরম হোসেন ; বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ : সাহিত্য পত্রিকা, ৭ : ২, ১৩৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বাংলা বিভাগ, পৃ. ২১

১৩ মনসুর মুসা ; এপ্রিল ১৯৭৪, পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ঢাকা : পূর্বলেখ প্রকাশনী, পৃ. ৬১

১৪ আতোয়ার রহমান ; অক্টোবর ১৯৭৫, সাহিত্য-সংলাপ, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ. ১৫৭

১৫ হাসান আজিজুল হক ; ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ২১

১৬ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; ঢাকায় থেকে [কলাম] : সাপ্তাহিক বিপ্লব (সম্পাদক : সিকদার আমিনুল হক), ১ : ১৪-১৫, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৯

১৭ সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-প্রসঙ্গে কিছু খণ্ডচিত্র : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯

১৮ আনিসুজ্জামান ; ডিসেম্বর ১৯৭৫, মুনীর চৌধুরী, ঢাকা : থিয়েটার, পৃ. ৬

১৯ [সৈয়দ] আকরম হোসেন ; কথামালা এবং পূর্ব বাঙলার কবি ও কবিতা : সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত), ঢাকা : ১৯৭৬, মুক্তধারা, পৃ. ১২০

২০ সাঈদ-উর রহমান ; জানুয়ারী ১৯৮৩, পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, পৃ. ১১-১২

২১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৭৫

২২ এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস এক্‌জিবিশন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২১৩

২৩ এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্ট্‌স্‌ এক্‌জিবিশন : মাসিক মোহাম্মদী, ১৮ : ৫ ফাল্গুন ১৩৫৩, পৃ. ১৪৮

২৪ ঝড়ো সন্ধ্যা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২২১

২৫ ঝোড়ো সন্ধ্যা : সওগাত, ২৪ : ৬, বৈশাখ ১৩৪৯, পৃ. ৪৭১

২৬ মৃত্যু : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ২৮৮

২৭ মৃত্যু : সওগাত, ৩০ : ৬, বৈশাখ ১৩৫৫, পৃ. ২৫৭

২৮ হাসান হাফিজুর রহমান; এপ্রিল ১৯৭৩, একটি উচ্চাভিলাষ উপন্যাস : সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮০

২৯ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহ্‌সান; জুন ১৯৫৬, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, চট্টগ্রাম : বইঘর, পৃ. ৪৪৫-৪৬

৩০ মনসুর মুসা ; এপ্রিল ১৯৭৪, পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ঢাকা : পূর্বলেখ প্রকাশনী, পৃ. ৫৯-৬০

৩১ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহ্‌সান ; আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৫৫

৩২ মনসুর মুসা ; পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, পৃ, ৬১

৩৩ কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ্‌ ; নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' : বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, একবিংশ বর্ষ: শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৩, পৃ. ১২৯

৩৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; ফেব্রুআরি ১৯৭৬, 'চাঁদের অমাবস্যা' : সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ্‌ : নির্বাচিত প্রবন্ধ, মুক্তধারা পৃ. ১৭৬

৩৫ ঐ : ঐ, পৃ. ১৭৮

৩৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; আমাদের জটিলতম উপন্যাস : 'কাঁদো নদী কাঁদো' : একুশের সংকলন ১৯৭৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫৫

৩৭ ঐ : ঐ, পৃ. ৫৯

৩৮ সিদ্দিকা মাহমুদা ; 'লালসালু' : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠবিংশ বর্ষ : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ. ৬

৩৯ সৈয়দ আবুল মকসুদ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, পৃ. ৯২

৪০ [সৈয়দ] আকরম হোসেন ; বাংলাদেশের উপন্যাস চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ : সাহিত্য পত্রিকা, ৭ : ২, ১৩৮০, পৃ. ১৮

৪১ শব্দরূপ (সম্পাদক : সৈয়দা হাফসা আলমগীর), প্রকাশকাল উল্লেখ নেই, পৃ. ১-১৭

৪২ প্রবন্ধ : কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১/ গ্রন্থকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৪৩ প্রবন্ধ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১

৪৪ প্রবন্ধ : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : একটি অনন্য প্রতিভা : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১/ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৪৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক বাংলা, ৭ অক্টোবর ১৯৭৯

৪৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-সম্পর্কে : বই (সম্পাদক : ফজলে রাব্বি) ১৬ : ১২ মার্চ ১৯৮১, পৃ. ১-৩

৪৭ আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯/ ১৯৮২

৪৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-প্রসঙ্গে কিছু খণ্ডচিত্র : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

৪৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

৫০ ঢাকায় থেকে [কলাম] : সাপ্তাহিক বিপ্লব (সম্পাদক : সিকদার আমিনুল হক), ১ : ১৪-১৫, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৯-১০

৫১ রশীদ করীম ; সমসাময়িকের চোখে : সওগাত, ২৯ : ২, পৌষ ১৩৫৩ / ১৯৪৬, পৃ. ৯৩-৯৭

৫২ ঐ, সওগাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭

৫৩-৫৪ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৬/ ১৯৫৯, আমাদের কথাসাহিত্য : দৃষ্টি-কোণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬/ ১৯৬৭, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ৯৮-৯৯

৫৫ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; জুন ১৯৬৫, পূর্ব-পাকিস্তানী কথা-সাহিত্য : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, পৃ. ১২৩-৪৬

৫৬ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; ঐ : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, পৃ, ১৩৫

৫৭ মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ১৯৬৫ ; সমকালীন কথা-সাহিত্যের ধারা : সমকালীন সাহিত্যের ধারা, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃ. ২২৭

৫৮ মুনীর চৌধুরী ; আগস্ট ১৯৭০, বাঙলা গদ্যরীতি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৭৬, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩৪-৩৯

৫৯ [সৈয়দ] আকরম হোসেন ; বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ : সাহিত্য পত্রিকা, ৭ : ২, ১৩৮০, পৃ. ১৫-৩২

৬০ ঐ ; ঐ : সাহিত্য পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৬১ হাসান আজিজুল হক ; ফেব্রুয়ারি ১৯৮১, দুষ্পাঠ্য কররেখা : আমাদের কথা-সাহিত্য [এক] : কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ৫২

৬২ হাসান আজিজুল হক ; দুই যুগের দেশ মানুষের কথা : কথা সাহিত্যের কথকতা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৬৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৬, ৪৫৫, ৪৬৩, ৪৭৭-৭৮

৬৪ বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, পৃ. ৪৮০-৮৫

৬৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (অক্টোবর ১৯৬৯), ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী, পৃ. ৬১৫, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৮, ৬৩৩, ৬৩৭

পরিশিষ্ট

[ক] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক গ্রন্থ

১ সৈয়দ আবুল মকসুদ ; ডিসেম্বর ১৯৮১, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা : মিনার্ভা বুক্‌স, পৃ. ১৮+২০-৩৬৭

২ আবিদ রহমান ; ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র উপন্যাস, ঢাকা : পূর্বা, পৃ. ৮+১-৫২

[খ] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-বিষয়ক প্রবন্ধ

১ আবু জাফর শামসুদ্দীন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১

২ এ. কে. নাজমুল করিম ; সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : একটি অনন্য প্রতিভা : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১

৩ মোহাম্মদ নাসির আলী ; কথাশিল্পীর চিত্রশিল্প : দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ অক্টোবর ১৯৭১

৪ এ. কে. নাজমুল করিম ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৫ কবীর চৌধুরী ; কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৬ মোহাম্মদ আফসারউদ্দিন ; একজন মাটির সন্তান : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৭ মোহাম্মদ নাসির আলী ; গ্রন্থকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : দৈনিক পাকিস্তান, ৩১ অক্টোবর ১৯৭১

৮ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ; 'সওগাত' ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : সওগাত, ৫৩ বর্ষ, কার্তিক ১৩৭৮ / ১৯৭১, পৃ. ৩২৩-৩০

৯ সফিউল আলম ; জীবনশিল্পী : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : সওগাত, ৫৩ বর্ষ, কার্তিক ১৩৭৮ / ১৯৭১, পৃ. ৩২৪

১০ ফারহাদ মাজহার : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : বিচিত্রা, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২৫ মে ১৯৭২, পৃ. ৩১-৩৩

১১ হাসান হাফিজুর রহমান ; এপ্রিল ১৯৭৩, একটি উচ্চাভিলাষ উপন্যাস [চাঁদের অমাবস্যা] : সাহিত্য-প্রসঙ্গ, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৭-৮০

১২ মনসুর মুসা ; এপ্রিল ১৯৭৪, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, ঢাকা : পূর্বলেখ প্রকাশনী, পৃ. ৫৯-৬৪

১৩ কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ্ ; নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' : বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৩/ ১৯৭৬ পৃ. ১২১-৪২

১৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; ফেব্রুআরি ১৯৭৬, 'চাঁদের অমাবস্যা' : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : নির্বাচিত প্রবন্ধ, ঢাকা : মুক্তধারা, পৃ. ১৭৪-৮৪

১৫ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; আমাদের জটিলতম উপন্যাস : 'কাঁদো নদী কাঁদো' : একুশের সংকলন ১৯৭৭, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ৫২-৬২

১৬ আবদুল মান্নান সৈয়দ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটোগল্প : বিকাশ (সম্পাদক : ফারুক মাহমুদ) ; দ্বিতীয় সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃ. ৫-২৩

১৭ সিদ্দিকা মাহমুদা ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'কাঁদো নদী কাঁদো' : ঢাকা (সম্পাদক : শফিকুল ইসলাম ইউনুস), ১ : ২১, ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, পৃ. ১৭-৩৬

১৮ মাহমুদ শাহ্‌ কোরেশী ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : দৈনিক বাংলা, ৭ অক্টোবর ১৯৭৯

১৯ সৈয়দ আবুল মকসুদ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ছোটগল্প : উত্তরাধিকার, ৮ : ৮, আগস্ট ১৯৮০, পৃ. ৩৩৮-৪১

২০ সৈয়দ আলী আহ্‌সান ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-সম্পর্কে : বই (সম্পাদক : ফজলে রাব্বি), ১৬ : ১২, মার্চ ১৯৮১, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, পৃ. ১-৩

২১ মোহাম্মদ আবু জাফর ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ : তাঁর সৃষ্টিতে : বইয়ের খবর (সম্পাদক : বিজলীপ্রভা সাহা), ৩ : ১, পুনর্মূল্যায়ন সংখ্যা, এপ্রিল-জুলাই ১৯৮১, পৃ. ৫১-৬৪

২২ সিদ্দিকা মাহমুদা ; 'লালসালু' : বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ষষ্ঠ বিংশ বর্ষ : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৮ / ১৯৮১, পৃ. ১-৪৫

২৩ নুরুল ইসলাম ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও সামাজিক চেতনা : সংবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

২৪ আহমদ আজিজ ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : সংবাদ, ১৮ জুলাই ১৯৮২

২৫ আবুল হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯/ ১৯৮২

২৬ শান্তনু কায়সার : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : তাঁর অগ্রন্থিত ছোটগল্প : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

২৭ সানাউল হক ; আমার বন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

২৮ সৈয়দ আবুল মকসুদ ; শিল্পীর রূপান্তর : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

২৯ সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ-প্রসঙ্গে কিছু খণ্ডচিত্র : সংবাদ, ২৬ ভাদ্র ১৩৮৯ / ১৯৮২

৩০ সৈয়দ আকরম হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দৃষ্টিকোণ ও পরিচর্যা : দৈনিক বাংলা, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

৩১ সৈয়দ আকরম হোসেন ; ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : প্রসঙ্গ ভয় : দৈনিক ইত্তেফাক, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ [প্রবন্ধটি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সংখ্যা দৈনিক ইত্তেফাকে সমাপ্ত।]

৩২ মজিদ ইকবাল ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮২

৩৩ আবিদ রহমান ; তরঙ্গভঙ্গ : দৈনিক দেশ, দেশ সাময়িকী, শনিবার, ৯ অক্টোবর ১৯৮২

৩৪ আবুল হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর নাটক মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে : সংবাদ, ১১ নভেম্বর ১৯৮২। [৪ নভেম্বর ১৯৮২ সংখ্যা 'সংবাদে' প্রকাশিত জনাব আতাউর রহমানের 'প্রতিক্রিয়া'র উত্তর।]

৩৫ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ; ঢাকায় থেকে [কলাম] : সাপ্তাহিক বিপ্লব, ১ : ১৪-১৫, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৯-১০

৩৬ আহমদ বশীর ; ওয়ালীউল্লাহর বহিপীর : একটি অভিব্যক্তিবাদী শিল্পকর্ম : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (কামাল আতাউর রহমান সম্পাদিত), ঢাকা : [প্রকাশকাল, উল্লেখ নেই], পৃ. ৫৮-৬৮

৩৭ এস. এম. লুৎফর রহমান ; 'লালসালু' একটি সামন্তবাদী উপন্যাস : সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫-৩৪

৩৮ মোহাম্মদ আবু জাফর ; সমাজ-প্রান্তরে স্বগতোক্তি : চাঁদের অমাবস্যা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১৪

৩৯ সিদ্দিকা মাহমুদা : তরঙ্গভঙ্গ : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮-৫৭

৪০ আবুল হোসেন ; কিছুস্মৃতি : ওয়ালীউল্লাহ : সময় (সম্পাদক : সৈয়দ আবুল মকসুদ) -৮, ঢাকা : [প্রকাশনাসংস্থা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই], পৃ. ৯-১৪

৪১ সৈয়দ আকরম হোসেন ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস : শব্দরূপ (সম্পাদক : সৈয়দা হাফসা আলমগীর), ঢাকা : [প্রকাশনাসংস্থা, প্রকাশকাল উল্লেখ নেই], পৃ. ১-১৭

৪২ রফিকউল্লাহ খান ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌'র ছোটগল্প : দৈনিক দেশ, দেশ সাময়িকী শনিবার, ১৫ জানুয়ারী ১৯৮৩

৪৩ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ; এপ্রিল ১৯৮৩, যাত্রা অভ্যন্তরে : সৈয়দ ওয়ালী-উল্লাহ : মাইকেলের জাগরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ঢাকা : ডানা প্রকাশনী, পৃ. ২৭-৩৩

৪৪ নুরউল করিম খসরু ; সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : তাঁর দ্বিতীয় ভুবন ; দ্বিতীয় সৃষ্টি : সাহিত্য (সেলিনা স্বপ্না সম্পাদিত), এপ্রিল-মে ১৯৮৩, পৃ. ৩৬-৫৫

[গ] ভিন্ন শিরোনামার প্রবন্ধ : ওয়ালীউল্লাহ্‌-প্রসঙ্গ

১ রশীদ করীম ; সমসাময়িকের চোখে : সওগাত, ২৯ : ২, পৌষ ১৩৫৩ / ১৯৪৬ [ওয়ালীউল্লাহ্‌-অংশ : পৃ. ৯৫-৯৬]

২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ; জুন ১৯৬৪, পূর্ব-পাকিস্তানী কথা-সাহিত্য : আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী। [ওয়ালীউল্লাহ্‌-অংশ : পৃ. ১৩৫]

৩ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ : ১৯৬৫, সমকালীন কথা-সাহিত্যের ধারা : সমকালীন সাহিত্যের ধারা, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান। [ওয়ালীউল্লাহ্‌-অংশ : পৃ. ২২৭-২৮]

৪ মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহ্‌সান ; বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), তৃ-স ১৯৬৮, ঢাকা : বইঘর। [ওয়ালীউল্লাহ্‌-অংশ : পৃ. ৪৪৪-৪৫, ৪৫৫, ৪৬৩, ৪৭৭,-৭৮, ৪৮০, ৪৯০]

৫ আবুল কালাম শামসুদ্দীন ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯ / ১৯৫৯, আমাদের কথা-সাহিত্য : দৃষ্টিকোণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস। [ওয়ালীউল্লাহ্‌র-অংশ : পৃ. ৯০, ৯৮-৯৯]

৬ আজহার ইসলাম : অক্টোবর ১৯৬৯, ঢাকা : আইডিয়াল লাইব্রেরী। [ওয়ালীউল্লাহ্‌ অংশ : পৃ. ৬১৫, ৬১৭, ৬২০, ৬২৩, ৬২৮, ৬৩৩-৩৭]

৭ মুনীর চৌধুরী ; আগস্ট ১৯৭০, বাঙলা গদ্যরীতি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ১৯৭৬, ঢাকা : বাংলা একাডেমী। [ওয়ালীউল্লাহ্র-অংশ : পৃ. ৩৪-৪১]

৮ নীলিমা ইব্রাহিম : ভাদ্র ১৩৭৯ / ১৯৭২, বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান। [ওয়ালীউল্লাহ্-অংশ : পৃ. ৪৮০-৮৫]

৯ [সৈয়দ] আকরম হোসেন ; বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ : সাহিত্য পত্রিকা, ৭: ২, ১৩৮০ / ১৯৭৩। [ওয়ালীউল্লাহ্ অংশ : পৃ. ২১, ২৭-২৮]

১০ আতোয়ার রহমান ; অক্টোবর ১৯৭৫, বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস : সাহিত্য-সংলাপ, ঢাকা : মুক্তধারা। [ওয়ালীউল্লাহ্-অংশ : পৃ. ১৩৮, ১৫৭-৫৯]

১১ হাসান আজিজুল হক ; দুই যুগের দেশ মানুষের কথা, আমাদের কথাসাহিত্য : দুষ্পাঠ্য কররেখা [এক, দুই] : কথাসাহিত্যের কথকতা, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী। [ওয়ালীউল্লাহ্-অংশ : পৃ. ২১-২২, ৫২]

১২ রফিকউল্লাহ খান ; চার দশকের উপন্যাস : সচিত্র স্বদেশ, ৩ : ৫, সাহিত্য সংখ্যা, ১৪ এপ্রিল ১৯৮৩। [ওয়ালীউল্লাহ্-অংশ : পৃ. ২৪-২৫]